1st Project Steering Committee (PSC) Meeting

HCFC Phase-out Management Plan (HPMP Stage-II) project

Date: 15/03/2022

Decision of the PSC meeting is as follows:

- **The project director will enhance coordination with the six partner companies of the HPMP II project to speed up the project's progress.**
- **As per the MOA with the six companies and Department of Environment, the companies can now submit milestone 2 deliverables without the Bill of Lading (BL) and Commercial Invoices (CI). The six companies will submit the BL and CI with milestone 3 deliverable.**

শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু
বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

Montreal Protocol Multilateral Fund (MLF) এর অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "HCFC Phase-out Management Plan (HPMP Stage-II)" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ মোস্তফা কামাল সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	১৫ মার্চ, ২০২২
সভার সময়	বিকাল ৩:৩০ ঘটিকা
স্থান	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'।

২.০ উপস্থাপনা:

২.১। সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর তিনি সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্প সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ০৫টি এয়ারকন্ডিশন এবং ০১টি চিলার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ১৭.০৯ ওজোন ডিপ্লেটিং পটেনশিয়াল (ODP) টন HCFC গ্যাস ফেজ অডিট করা। এতে ১.৭৩ মিলিয়ন টন Co2 সমমানের গ্রীনহাইজ গ্যাস নির্গমন হ্রাস পাবে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৫৪১.৮২ লক্ষ (চার হাজার পাঁচশত একচল্লিশ লক্ষ বিরাশি হাজার) টাকা যা সম্পূর্ণই প্রকল্প সাহায্য এবং মেয়াদকাল জানুয়ারি, ২০২১ থেকে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত। প্রকল্পটির প্রকল্প সহায়তার উৎস হচ্ছে মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ড। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ০৩ মে ২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়। ০৩ জুন ২০২১ খ্রিঃ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। ১০ জুলাই ২০২১ তারিখে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়।

২.২। অত:পর সভাপতির নির্দেশক্রমে প্রকল্প পরিচালক সভায় একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা প্রদান করেন। শুরুতে তিনি ওজোনস্তর, ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসমূহ, ভিয়েনা কনভেনশন ও মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে বলেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা (পরিবেশ অধিদপ্তর) এবং প্রকল্পের সহযোগী ৬টি প্রতিষ্ঠান (এসি বাজার ইন্ডাস্ট্রি, ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লি:, সুপ্রিম এয়ারকন্ডিশনিং, ইউনিটেক প্রডাক্টস, এলিট হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লি:, কুলিং পয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং) মধ্যে ২৯ আগস্ট ২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখে প্রকল্পটির Inception Workshop অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর ও প্রকল্পের সহযোগী ৬টি প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রথম মাইলস্টোন অনুসারে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং তারিখে তাদের ১ম কিস্তির অর্থ ৩৪০.৫২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

২.৩। প্রকল্প পরিচালক চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী বাজেট বিভাজন, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করা করেন। ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ১১১০ লক্ষ টাকা এবং ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৩৮৯.৭৪ লক্ষ টাকা (যা বার্ষিক বরাদ্দের ৩৫%)। আর্থিক অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে

সভাপতি প্রকল্প পরিচালকের নিকট জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের মূল আর্থিক বরাদ্দ দিয়ে সহযোগী ৬টি প্রতিষ্ঠানকে টেকনোলোজি পরিবর্তনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বিগত ২৯ আগস্ট ২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তিতে কনভারসন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য পাঁচটি মাইলস্টোন নির্ধারণ করা হয়। কোম্পানিসমূহকে দ্বিতীয় মাইলস্টোনের কিস্তির অর্থ পরিশোধ করলে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

২.৪। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে দ্বিতীয় মাইলস্টোনের ডেলিভারঅ্যাবলস (Deliverables) দাখিলের নির্ধারিত তারিখ প্রকল্প পরিচালকের নিকট জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, দ্বিতীয় মাইলস্টোনের ডেলিভারঅ্যাবলস দাখিলের জন্য ৩১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ ধার্য্য ছিল। কিন্তু, ডিজাইন ও সেফটি বিষয়ক স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগ বিলম্বিত হওয়ায় লে-আউট ভেরিফিকেশন ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত বিলম্বিত হয়। যে কারণে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির এলসি খুলতেও বিলম্বিত হয়, যা দ্বিতীয় মাইলস্টোনের ডেলিভারঅ্যাবলস ছিল। ১৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ডিজাইন ও সেফটি বিষয়ক স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগ করা হয় এবং পরামর্শক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরামর্শকের পরামর্শের ভিত্তিতে লে-আউট ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত করে ১৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখের মধ্যে এলসি খুলতে পারবে বলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন।

২.৫। প্রকল্প পরিচালক আরও বলেন যে, স্বাক্ষরিত চুক্তির মাইলস্টোন ২ এর ডেলিভারঅ্যাবলস এর সাথে পিআই, এলসি, কমার্শিয়াল ইনভয়েস (সিআই) ও বিল অব ল্যাডিং (বিএল) চাওয়া হয়েছে। কিন্তু যন্ত্রপাতি শিপমেন্টের সময় কমার্শিয়াল ইনভয়েস (সিআই) ও বিল অব ল্যাডিং (বিএল) প্রদান করা হয় বিধায় প্রকল্পের সহযোগী ৬টি প্রতিষ্ঠান কমার্শিয়াল ইনভয়েস (সিআই) ও বিল অব ল্যাডিং (বিএল) মাইলস্টোন-২ থেকে মাইলস্টোন-৩ এ নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক পিএসসি সভায় উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে, ইনভয়েস (সিআই) ও বিল অব ল্যাডিং (বিএল) মাইলস্টোন-২ থেকে মাইলস্টোন-৩ এ নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যের মতামত চাইলে সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন।

২.৬। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কনভারসান কার্যক্রম কীভাবে মনিটরিং করা হবে জানতে চাইলে ইউএনডিপি প্রতিনিধি জানান যে, ইউএনডিপি কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন আন্তর্জাতিক অডিটর কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম অডিট করা হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো যোগ করেন যে, প্রকল্পের আওতায় একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে, এ কমিটিতে পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, বুয়েট, বিসএটিআই এর প্রতিনিধি রয়েছে। এ কমিটি মাঠ পর্যায়ের কনভারসন কার্যক্রম মনিটরিং করবে। তাছাড়া, কনভারসন কার্যক্রম শেষ হলে প্রকল্পের সহযোগী প্রতিষ্ঠান আর R-22 গ্যাস আমদানির লাইসেন্স পাবে না, বাংলাদেশের কোটা থেকেও হ্রাসকৃত গ্যাসের লাইসেন্স পাবে না। এমনকি গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও সারা বিশ্বে যে পরিমাণ গ্যাস হ্রাস করা হয়েছে, সে পরিমাণ গ্যাস উৎপাদন হ্রাস করবে। অর্থাৎ গ্যাসটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ একটি ইনবিল্ড পদ্ধতি।

২.৭। R-22 গ্যাসের ভবিষ্যত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে ইউএনডিপি প্রতিনিধি বলেন, গ্যাসটি ক্যাপচার করার ইনবিল্ড পদ্ধতি রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রস্তুতকৃত এসির/যন্ত্রের কম্প্রেসারে গ্যাসটি দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হবে। অত:পর যন্ত্রটি বিকল হলে গ্যাসটি রিকভার করে পরিশোধনের মাধ্যমে সার্ভিসিং এর কাজে পুন:ব্যবহার করা হবে অথবা রিসাইকেল করা হবে। এ বিষয়ে সারাদেশব্যাপী টেকনিশিয়ানদের ইউনেপ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিবছর ছয়টি কোম্পানি কর্তৃক নতুন নতুন যে এসি তৈরি করা হবে তাতে R-22 গ্যাস ব্যবহার করা হবে না। অর্থাৎ R-22 গ্যাসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হবে।

২.৮। আইএমএডি'র প্রতিনিধি ছয়টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের পদ্ধতি জানতে চাইলে ইউএনডিপি প্রতিনিধি বলেন যে, এমএলএফ এর পূর্ব শর্তানুসারে যে সকল প্রতিষ্ঠান ২০০৬ সাল বা তার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত, তাদের নির্বাচন করা হয়েছে।

৩.০ সিদ্ধান্তঃ সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

৩.১: প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পের ছয়টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় জোরদার করতে হবে।

৩.২: প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা (পরিবেশ অধিদপ্তর) ও প্রকল্পের ছয়টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির মাইলস্টোন-২ এর ডেলিভারঅ্যাবলসে বর্ণিত যন্ত্রপাতি আমদানীর সাথে সংশ্লিষ্ট কমার্শিয়াল ইনভয়েস (সিআই) ও বিল অব ল্যাডিং (বিএল) মাইলস্টোন-২ এর পরিবর্তে মাইলস্টোন-৩ এর ডেলিভারঅ্যাবলসের সাথে দাখিল করতে হবে।

৪.০ সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোস্তফা কামাল
সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন
মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ২২.০০.০০০০.০৭৯.১৪.০০৫.২০.৫৭

তারিখ: ৩ চৈত্র ১৪২৮
১৭ মার্চ ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৩) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ
৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৭) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
৮) অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ অনুবিভাগ , পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৯) অতিরিক্ত সচিব, জলবায়ু পরিবর্তন অনুবিভাগ , পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১০) অতিরিক্ত সচিব , উন্নয়ন অনুবিভাগ , পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১১) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা , পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১২) পরিচালক, পরিকল্পনা শাখা, পরিবেশ অধিদপ্তর
১৩) আবাসিক প্রতিনিধি, ইউএনডিপি বাংলাদেশ, আইডিবি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
১৪) সভাপতি, RAC এসোসিয়েশন, ঢাকা
১৫) প্রকল্প পরিচালক, “HPMP Stage-II” শীর্ষক প্রকল্প

শাহানারা বেগম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)